প্রশ্ন 8 গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

উত্তর

গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

গুপ্ত যুগে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাম্রাজ্যকে শাসন করার জন্য প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ সম্রাট উন্নত শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, ফা-হিয়েনের বিবরণ, *দামোদরপুর লিপি* প্রভৃতি থেকে গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যায়।

Scanned with CamScanner

রাজার ক্ষমতা

গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন ঐশ্বরিক ক্ষমতার তত্ত্বে বিশ্বাসী। সম্রাটরা বংশানুক্রমিকভাবে সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে ইন্দ্র ও যমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে গুপ্ত সম্রাটরা মন্ত্রীদের সাহায্য নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। এ ছাড়া জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য তখন কাউন্সিল গঠিত হত।

মন্ত্রীসভা

গুপ্ত প্রশাসনে সম্রাট ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি একাধারে আইন, শাসন, বিচার, সেনাবাহিনী পরিচালনা প্রভৃতি কাজ করতেন। যেহেতু এই সমস্ত কাজ এককভাবে সম্রাটের পক্ষে করা সম্ভব নয়, তাই সম্রাট বিভিন্ন বিষয়ের জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করতেন। যেমন সন্ধিবিগ্রহিক বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মহাদণ্ডনায়ক বা সেনাপতি, মহাপ্রতিহার বা প্রধান দ্বাররক্ষক প্রভৃতি। অমাত্যরা রাজার উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হতেন। অনেক সময় মন্ত্রীর পদ ছিল বংশানুক্রমিক। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রদেশের শাসনের মধ্যে যোগসূত্র রাখার জন্য কুমারমাত্যদের নিয়ে একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছিল।

রাজস্ব বিভাগ

রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভাগ বা উৎপন্ন শস্যের ১/৬ অংশ। এ ছাড়া খাসজমি, যাতায়াত, উপঢৌকন প্রভৃতি থেকেও সম্রাটের আয় হত। গুপ্ত যুগে কৃষকরা জমি চাষ করলেও জমিতে সম্রাটের মালিকানা ছিল। রাজস্বমন্ত্রী কর এবং রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান করতেন।

বিচারব্যবস্থা

সম্রাট স্বয়ং রাজধানীতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তবে সম্রাটের অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি বিচারের কাজ পরিচালনা করতেন। জেলার বিচারকগণ শেঠ, কায়স্থ এবং স্থানীয় বণিক শ্রেণির সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। গ্রামাঞ্চলে বিচারের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের হাতে। দণ্ডনীতি খুব কঠোর ছিল না। তবে রাজদ্রোহের অপরাধে অঙ্গহানি বা প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হত।

সেনাবাহিনী

গুপ্ত যুগে সেনাবাহিনী যথেষ্ট উন্নত ছিল। হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী নিয়ে গুপ্ত যুগের সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। সামন্তরাজারা সম্রাটকে সেনাবাহিনী সরবরাহ করতেন। সামরিক বিষয় দেখার জন্য মহাদণ্ডনায়ক, মহাবলাধিকৃত প্রভৃতি কর্মচারীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

প্রাদেশিক শাসন

গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ। কেন্দ্রীয় শাসন ছাড়াও গুপ্ত যুগে প্রদেশ ও জেলাস্তরে শাসন বিভাগ ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশের শাসককে বলা হত উপারিক মহারাজ এবং জেলার শাসককে বিষয়পতি বলা হত। প্রদেশের শাসন পরিচালনার জন্য কর্মচারী ছাড়াও চারজন সদস্যের একটি উপদেষ্টা বোর্ড গড়ে উঠেছিল। এই সদস্যরা হল নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম কায়স্থ। এরা নগরের শাসন পরিচালনার কাজ করত।

গ্রামীণ প্রশাসন

গুপ্ত যুগের প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম। গ্রামিক, ভোজক প্রমুখ কর্মচারী গ্রামগুলি শাসন করত। গ্রামসভা জমির পরিমাপ, রাস্তাঘাট, বাজার প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা করত। গ্রামপ্রধানরা রাজকীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

Scanned with CamScanner